সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪২২
WEEKLY BOOKLET:422

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ

হাজীদের কষ্টদানকারী ০৫
চাঁদ ও সূর্য সাঁতার কাটছে ১২
চাঁদ ও সূর্যগ্রহণের কারণ ১৪
ভুল রীতিনীতি ১৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ(১)

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ রিসালা **“সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ”** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে স্বপ্নে আপনার প্রিয় সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব করুন এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসে আপনার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী বানান।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবীর দরবারে প্রতিদিন উপস্থিত হয়ে সালাম আরয করতেন

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আমি প্রতিদিন সাহরীর সময় হুযুর صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে

---

১. দাওয়াতে ইসলামীর “ইলম-ই-ফালকিয়্যাত” (জ্যোতির্বিজ্ঞান) বিভাগ, শাবান শরীফ ১৪৩১ হিজরি, ১৪ জুলাই ২০১০ মোতাবেক, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই বিভাগটি বিশ্বের ৩৫০০ শহরের নামায, সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচী প্রস্তুত করেছে। দাওয়াতে ইসলামীর আইটি বিভাগের সহযোগিতায় ২০ বছর আগে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছিল, আপনি এই অ্যাপটিতে বিশ্বের প্রায় ২৭ লাখ স্থানের নামায এবং কিবলার সময় পেতে পারেন। এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে কিউ আর কোড স্ক্যান করুন।

উপস্থিত হতাম এবং আরয করতাম: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ (হে আল্লাহর নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। (নাসায়ী, ৩/২০৮, হাদিস: ১২১০)

مصطفٰی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام　　شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام

মুস্তফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম,
শময়ে বযমে হেদায়েত পে লাখোঁ সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহিরী জীবনে সূর্যগ্রহণ

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে (তীব্র গরমের দিনে) সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন হুযুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায পড়লেন (নামাযের সময় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটু সামনে অগ্রসর হলেন, তারপর একটু পেছনে সরে এলেন, নামাযের পর) সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমরা দেখেছি যে, আপনি আপনার জায়গা থেকে কিছু একটা ধরছিলেন, তারপর আমরা দেখেছি যে, আপনি পেছনে সরে এসেছেন। আল্লাহ পাকের দানকৃত গাইবের খবর দানকারী প্রিয় সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে জান্নাত দেখানো হলো, আমি সেখান থেকে একটি ফলের গুচ্ছো ছিঁড়তে যাচ্ছিলাম, যদি আমি সেই গুচ্ছোটি ছিঁড়ে নিতাম, তবে তোমরা দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত তা থেকে খেতে থাকতে। তারপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো, তখন আমি এই ভয়ে পেছনে সরে এলাম যে, তোমাদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। আমি সেখানে একজন দীর্ঘ কালো মহিলাকে

www.dawateislami.net

দেখলাম, যাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। সে একটি বিড়ালকে বন্দি করে রেখেছিল, তাকে খাবারও দেয়নি, পানিও দেয়নি এবং আযাদও করেনি যে সে যমিনের পোকামাকড় খেত। আর আমি জাহান্নামে আবু সামামা আমর ইবনে লুহাইকে দেখলাম যে, সে জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। লোকেরা বলে যে, সূর্য ও চন্দ্র কোনো বড় ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে গ্রহণ লাগে, তবে শুনে নাও যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন, যা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দেখান। যখন তোমরা তাদের গ্রহণ লাগা দেখবে, তখন নামায পড়ো, যতক্ষণ না গ্রহণ শেষ হয়। (বুখারী,১/২৬৫, হাদিস: ৭৪৮। মুসলিম, ৩৫১ পৃ:, হাদিস: ২১০২। মুসনাদ আবি দাউদ তায়ালিসি, ২৪১ পৃ:, হাদিস: ১৭৫৪, সংক্ষেপে ও সারসংক্ষেপে)

স্বামীর অকৃতজ্ঞতা

এক বর্ণনায় এই শব্দগুলোও আছে যে, (আল্লাহ পাকের দানকৃত গাইবের সংবাদ প্রদানকারী) প্রিয় সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি আজকের মতো এতো ভয়াবহ দৃশ্য আর কখনো দেখিনি এবং আমি দেখেছি যে, অধিকাংশ জাহান্নামী মহিলা। আরয করা হলো, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)? বললেন: কারণ তারা কুফরি করে। আরয করা হলো: আল্লাহ পাকের সাথে কুফরি করে? বললেন: স্বামীর অকৃজ্ঞতা করে এবং অনুগ্রহ স্বীকার করে না। যদি তুমি তাদের মধ্যে কারো সাথে সারা জীবন অনুগ্রহ করো, তারপর সামান্য কিছু (স্বভাবের পরিপন্থী) দেখে তো, বলবে: আমি তোমার মধ্যে কখনো কোনো ভালো কিছু দেখিনি। (বুখারী, ১/৩৬০, হাদিস: ১০৫২)

এই গ্রহণ কবে হয়েছিল?

খলিফায়ে মুফতিয়ে আযম, শরহে বুখারী হযরত আল্লামা শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেছেন: যেদিন হুযুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহেবজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ওফাত হয়েছিল, সেদিন এই গ্রহণ লেগেছিল। (নুযহাতুল কারী, ২/৬২৫, তাহতাল হাদিস: ৬৩২)

সুলতানে দো'আলমের হুকুমত

জান্নাত থেকে গুচ্ছো ছিঁড়ে আনার হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেছেন: এই হাদিস থেকে দুটি মাসয়ালা জানা যায়: একটি হলো, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাত এবং সেখানকার ফলমূল ইত্যাদির মালিক, কারণ রব তাকে গুচ্ছো ছিঁড়তে নিষেধ করেননি, (বরং) তিনি নিজে ছিঁড়েননি। কেনই বা হবে না, যেখানে রব্বে করীম বলছেন: اِنَّاۤ اَعۡطَیۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَ **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** "হে মাহবুব! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে অসংখ্য কল্যাণ দান করেছি।" এই জন্যই হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان-কে বারবার কাওসারের পানি পান করিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ পাক রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে সেই শক্তি দান করেছেন যে, মদীনায় দাঁড়িয়ে জান্নাতে হাত দিতে পারেন এবং সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। যাঁর হাত মদীনা থেকে জান্নাতে পৌঁছাতে পারে, তাঁর হাত কি আমাদের মতো গুনাহগারদের সাহায্য করার জন্য পৌঁছাতে পারে না? আর যদি তোমরা বলো যে, জান্নাত কাছাকাছি এসে গিয়েছিল, তবে জান্নাত এবং সেখানকার নেয়ামতগুলো সব জায়গায় হাযির হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, এই হাদিস

থেকে হয় হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-কে হাযির মানতে হবে, নয়তো জান্নাতকে। (মিরআতুল মানাজীহ, ২/৩৮২)

ہاتھ اُٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم! ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم

হাত উঠা কর এক টুকড়া এ করীম!
হে সাখী কে মাল মে হকদার হাম। (হাদায়েকে বখশিশ, ৮৩ পৃ:)

হাজীদের কষ্টদানকারী

উপরে বর্ণিত বর্ণনায় হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন মহিলাকে বিড়ালের উপর যুলুম করার কারণে এবং আমর ইবনে লুহাই নামক ব্যক্তিকে দেখেছেন। সে জাহিলিয়াতের যুগে একজন ব্যক্তি ছিল। তার কাছে একটি লাঠি ছিল, যার মাধ্যমে সে হাজীদের জিনিস লাঠির অগ্রভাগ (অর্থাৎ বাঁকানো প্রান্ত) দিয়ে টেনে নিত। যদি হাজী জানতে পারত যে, আমার জিনিস কেউ টেনে নিয়েছে, তবে সে বলত যে, তোমার জিনিস আমার লাঠির অগ্রভাগে লেগে গেছে, আর যদি সে জানতে না পারত, তবে সে সেই জিনিস তুলে নিত। তাকে সাহিবে মিহজান বলা হত।

এটিও মনে রাখবেন যে, শরয়ী কারণ ছাড়া প্রাণীদের কষ্ট দেওয়া, মারা নাজায়িয ও গুনাহ এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। পিতামাতার উচিত ছোট বাচ্চাদের বোঝানো, যারা অকারণে পিঁপড়া, মাছি এবং কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণীদের কষ্ট দিয়ে তাদের চিৎকার বা কষ্ট উপভোগ করে। আমার পীর ও মুর্শিদ, আমিরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার কালামে বাচ্চাদেরকে এভাবে নসিহত করেন:

مَت کُتّے بِلّی کو مارو تڑپیں گے بے چارے بچّو!
کیڑوں کو بے کار نہ مارو اچھے بچّو! پیارے بچّو!
چیونٹی کو بے کار نہ مارو اچھے بچّو! پیارے بچّو!
ہو جائے عطّاؔر کی بخشش مِل کے دعا دو سارے بچّو!

মত কুত্তে বিল্লি কো মারো, তড়পেঙ্গে বেচারে বাচ্চো!
কীড়োঁ কো বেকার না মারো, আচ্ছে বাচ্চো! পেয়ারে বাচ্চো!
চিওঁটি কো বেকার না মারো, আচ্ছে বাচ্চো! পেয়ারে বাচ্চো!
হো যায়ে আত্তার কি বখশিশ, মিল কে দোয়া দো সারে বাচ্চো!

(অপ্রকাশিত)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

পুরো জগত তোমার জন্য আর তুমি আল্লাহর জন্য

আল্লাহ পাকের সৃষ্টির মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করলে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহ পাক তার প্রিয় সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর নাযিলকৃত উজ্জ্বল কিতাব কুরআনে কারীমের পারা ৪, সূরা আ'লে ইমরানের ১৯০ নং আয়াতে বলেন:

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
وَ اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ
لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ

(পারা: ৪, সূরা: আ'লে, আয়াতে: ১৯০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরস্পরের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

সূফীয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেছেন যে, এক মুহূর্তের চিন্তা হাজার বছরের সেই যিকির থেকে উত্তম, যা চিন্তা ছাড়া করা হয়।

(তাফসীরে সিরাতে জিনান, পা ১৭, আম্বিয়া, তাহতাল আয়াত: ৩২, ৬/৩১৬)

সূরা আর রাহমানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَلشَّمۡسُ وَ الۡقَمَرُ بِحُسۡبَانٍ

(পারা: ২৭, সূরা: রহমান, আয়াত: ৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাবে (নিয়মে) আবর্তন করছে।"

আল্লাহ পাক এই আয়াতে আসমানী নেয়ামতসমূহের মধ্যে দুটি এমন নেয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন যা বাহ্যিকভাবে দেখা যায়। আর সেই নেয়ামতগুলো হলো সূর্য ও চন্দ্র। এই নেয়ামতগুলোর গুরুত্ব এই কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, যদি সূর্য না থাকত তবে অন্ধকার কখনো শেষই হত না, আর যদি চন্দ্র না থাকত তবে অনেক বাহ্যিক নেয়ামত বিলুপ্ত হয়ে যেত। আর এগুলোর সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলো এই যে, সূর্য ও চন্দ্র সুনির্দিষ্ট (অর্থাৎ নির্ধারিত) পরিমাপ অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ কক্ষপথ ও অবস্থানে চলাচল করে। কারণ যদি সূর্য চলাচল না করে এক জায়গায় স্থির থাকত তবে এর থেকে কোনো উপকারিতা পাওয়া যেত না এবং যদি এর ঘূর্ণন মানুষের জানা না থাকত তবে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারত না। আর এর একটি উপকারিতা হলো এই যে, সময় অনুযায়ী বছর ও মাস গণনা তাদের গতিবিধি দ্বারাই হয়। (তাফসীরে কবীর, পা ২৭, আর-রাহমান, আয়াতের পাদটীকা: ৫, ১০/৩৩৯। তাফসীরে মাদারিক, পা ২৭, আর-রাহমান, আয়াতের পাদটীকা: ৫, পৃ. ১১৯১, সংক্ষেপে)।

সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারাজি আল্লাহ পাকের নেয়ামত এবং বৃহৎ সৃষ্টি। আল্লাহ পাক এগুলোতে আমাদের জন্য অসংখ্য উপকারিতা রেখেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালের দ্বিতীয়

চন্দ্রগ্রহণ (যা পাকিস্তানেও দেখা যাবে) ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানী সময় রাত ৯টা ২৭ মিনিটে শুরু হবে। রাত ১১টা ১২ মিনিটে এই পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ তার শীর্ষে পৌঁছাবে, আর রাত ১২টা ৫৭ মিনিটে এই চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয়ে যাবে। অন্যদিকে, একই বছরের দ্বিতীয় সূর্যগ্রহণ ২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানী সময় রাত ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। রাত ১২টা ৪২ মিনিটে এটি তার শীর্ষে পৌঁছাবে, আর রাত ২টা ৫৪ মিনিটে সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে যাবে। তবে এই সূর্যগ্রহণ পাকিস্তানে দেখা যাবে না।[১]

সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ কাকে বলে? সাধারণ মানুষের মধ্যে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে কী কী ভুল ধারণা প্রচলিত আছে? চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের আসল বাস্তবতা কী? আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলাম এ সম্পর্কে কী বলে? পৃথিবীর মানুষ এই উপলক্ষে বিভিন্নভাবে উপভোগ (অর্থাৎ Enjoy) করে থাকে, আমাদের প্রিয় সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন সময় কী কী করতেন? এই সব কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত এই রিসালা "সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ" অধ্যয়ন করুন, اِنۡ شَآءَ الله অনেক কিছু জানতে পারবেন। বছরের বিভিন্ন মাস ও দিনে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সুযোগ আসে, সাধারণত বছরে দুবার সূর্যগ্রহণ এবং দুবার চন্দ্রগ্রহণ হয়।

এই দিনগুলোতে আপনার মরহুম আত্মীয়দের ঈসালে সাওয়াবের জন্য বিশেষভাবে এই রিসালা বিতরণ করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন

---

১. দাওয়াতে ইসলামীর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগ বিশ্বব্যাপী সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি সম্পূর্ণ গবেষণাভিত্তিক রিপোর্ট উপস্থাপন করে, বিস্তারিত জানার জন্য এটি দেখা যেতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞান ইউটিউব চ্যানেল দেখতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

www.dawateislami.net

করুন। আল্লাহ করীম আমাদেরকে তাঁর মারিফত (অর্থাৎ পরিচয়) নসীব করুক। اٰمِين بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِيّن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আযাবের আলামত সতর্কবাণী

মুসলমানদের আকীদা হলো এটাই যে, আল্লাহ পাক একাকী যা চান তাই করেন, তবে তিনি আযাবের উপকরণ সৃষ্টি করেন এবং রহমতের উপকরণও সৃষ্টি করেন। আযাবের উপকরণ দ্বারা তিনি তার বান্দাদেরকে ভয় দেখান যাতে তারা তাওবা করে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে মিনতি করে। যেমন সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন, যার দ্বারা তিনি তার বান্দাদেরকে ভয় দেখান যাতে তাওবাকারীদের পরীক্ষা করেন। এ থেকে জানা যায় যে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হলো ওই উপকরণ, যার দ্বারা আযাব আসার ভয় হয়।

হুযুর আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মুল মুমিনীন হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا -কে আদেশ করেছিলেন যে, তিনি চন্দ্রের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং বলেছিলেন: "এই অন্ধকারকারী, যখন ডুবে।" (তিরমিযী, ৫/২৪০, হাদিস: ৩৩৭৭)

আল্লাহ পাক "অন্ধকারকারী যখন ডুবে" এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়ার আদেশ দিয়েছে, এটি রাত যখন অন্ধকার হয়ে যায়, কারণ তখন মানব ও জিন শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। চাঁদ থেকে আশ্রয় চাওয়ার আদেশ এই জন্য যে, এটি রাতের নিদর্শন এবং এই কথার মধ্যে ইশারা রয়েছে যে, রাতের ভীতিকর অশুভ চাঁদ বের হয়ে আসলেও দূর হয়ে যায় না এবং দিনের মতো হয়ে যায় না; বরং চাঁদনী রাতেও আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় চাওয়া উচিত। (লাত্বায়িফুল মাআরিফ, ১৪৫ পৃ:)

সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য

সূর্যগ্রহণের কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এটা জানান যে, চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে অন্তরাল হয়ে যায় এবং এটি কেবল চাঁদের আঠাশ বা উনত্রিশ তারিখে হতে পারে, অন্য তারিখে অসম্ভব। এই জন্য চাঁদের দশ বা চার বা চৌদ্দ তারিখে সূর্যগ্রহণ হওয়া অসম্ভব।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: সাধারণ নিয়মের কারণে এটাই সঠিক, তবে আল্লাহ পাক এই বিষয়ে সক্ষম যে, তিনি সাধারণ নিয়ম ছাড়া সূর্যগ্রহণ ঘটাতে পারেন। বরং আমার ধারণা এই যে, এই গ্রহণ লাগার পর মানুষের যে ধারণা হয়েছিল যে, হযরত ইবরাহীম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাতের কারণে লেগেছে, এই কারণেই আঠাশ বা উনত্রিশের পরিবর্তে দশ তারিখে লেগেছিল। দশ তারিখে গ্রহণ লাগার কোনো স্বাভাবিক কারণ ছিল না, তাই মানুষ সেই ধারণা করেছিল। (নুযহাতুল কারী, ২/৬২৫, তাহতাল হাদিস: ৬৩২)

সূর্য, চাঁদ এবং তারকারাজি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূর্য আল্লাহ পাকের একটি নেয়ামত। এটি থেকে আলো পাওয়ার পাশাপাশি শীতকালে রোদও পাওয়া যায়। সূর্যের তাপ (অর্থাৎ উষ্ণতা) দ্বারা ফসল পাকে যা মানুষের খাদ্য হয়। চাঁদও আল্লাহ পাকের একটি নেয়ামত। ব্যাসার্ধের দিক দিয়ে সূর্য পৃথিবী থেকে ১০৯ গুণ বড়, যেখানে চাঁদ পৃথিবী থেকে ১৪ গুণ ছোট এবং পৃথিবী থেকে সূর্য গড়ে ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে, যেখানে চাঁদ ৪ লক্ষ কিলোমিটার দূরে। সূর্যের আলো গরম হয়, আর চাঁদের আলো ঠান্ডা হয়। দিনে সূর্য থেকে আর রাতের অন্ধকারে চাঁদ থেকে আলো পাওয়া যায়। আধুনিক

প্রযুক্তির এই যুগের আগে, মানুষ চাঁদ-তারার সাহায্যে পথ চিনত এবং সেগুলোর আলোতে ভ্রমণ করত।

আদেশ পালনে বাধ্য

আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দেওয়া দায়িত্ব অনুযায়ী সূর্য, চাঁদ এবং তারকারাজি তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণনরত থাকে (অর্থাৎ তাদের সীমার মধ্যে ঘুরতে থাকে) এবং তাঁর আদেশ থেকে এক চুলও বাইরে যায় না। যেমন পারা ৮, সূরা আ'রাফ এর ৫৪ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

(পারা: ৮, সূরা: আ'রাফ, আয়াত: ৫৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: দিবা-রাত্রির মধ্যে একটাকে অপরটা দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে সেটার পেছনে দ্রুত সংলগ্ন হয়ে আসে এবং সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। শোনো! তাঁরই হাতে রয়েছে সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দেয়া (নিয়ন্ত্রণ করা)। বড়ই বরকতময় আল্লাহ, প্রতিপালক সমস্ত সৃষ্টি-জগতের।

অপর এক স্থানে ইরশাদ হয়েছে:

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ

(পারা: ১৩, সূরা: রা'দ, আয়াত: ২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করে রেখেছেন, প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি কাল পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে, আল্লাহ কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন এবং বিশদভাবে নিদর্শনাদি বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করো।

www.dawateislami.net

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছেঃ অর্থাৎ তার বান্দাদের উপকার এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সূর্য ও চাঁদকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তারা আদেশ অনুযায়ী ঘূর্ণনরত আছে। সূর্য ও চাঁদের প্রতিটি একটি নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ দুনিয়ার শেষ হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেছেন যে, اَجَلٍ مُّسَمًّى (নির্দিষ্ট সময়) দ্বারা সূর্য ও চাঁদের মর্যাদা এবং অবস্থান বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ তারা তাদের অবস্থান ও মর্যাদায় একটি সীমা পর্যন্ত ঘুরতে থাকে, এগুলো ছাড়া অন্য কোথাও অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এর বাস্তবতা এই যে, আল্লাহ পাক সূর্য ও চাঁদের প্রতিটির জন্য চলাচলে দ্রততা ও ধীরতার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সহ একটি নির্দিষ্ট দিকের প্রতি নির্দিষ্ট ঘূর্ণন নির্ধারণ করেছেন। **(তাফসীর সিরাতুল জিনান, পা ১৩, আর-রা'দ, তাহতাল আয়াতঃ ২, ৫/৭৫)।**

চাঁদ ও সূর্য সাঁতার কাটছে

وَهُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ الَّیۡلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِیۡ فَلَكٍ یَّسۡبَحُوۡنَ

(পারাঃ ১৭, সূরাঃ আম্বিয়া, আয়াতঃ ৩৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আর তিনিই হন, যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র, প্রত্যেকটি একেকটি কক্ষপথে বিচরণ করছে।

এসব একটি কক্ষপথে এমনভাবে সাঁতার কাটছে, যেমন একজন সাঁতারু পানিতে সাঁতার কাটে।

(তাফসীরে খাজেন, পারাঃ ১৭, সূরাঃ আম্বিয়া, আয়াতের পাদটীকাঃ ৩৩, ৩/২৭৬)

সূর্য খাদেম আর চাঁদ গোলাম

আমাদের আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, পরওয়ারদিগারের দানে উভয় জগতের মালিক ও মুখতার (সার্বভৌম

ক্ষমতার অধিকারী) এবং চাঁদ ও সূর্য তাঁর অনুগত (অর্থাৎ বাধ্য)। আমার আক্বা ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর নাত কাব্যগ্রন্থে আরয করেন:

تیری مرضی پاگیا سورج پھرا اُلٹے قدم
تیری اُنگلی اُٹھ گئی مہ کا کلیجا چِر گیا

তেরি মর্জি পা গেয়া সূরজ ফিঁরা উল্টে কদম,
তেরি উঙ্গলী উঠ গায়ি মাহ কা কলেজা চির গেয়া।

(হিদায়িকে বখশিশ, ৫২ পৃ:)

আলা হযরতের কালামের ব্যাখ্যা: আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাবাহা নামক স্থানে যখন মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে তাঁর মহান খেদমতে থাকার কারণে আসরের নামায পড়তে না পারার কারণে সূর্যাস্তের সময় দুঃখিত দেখলেন, তখন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূর্যকে আদেশ দিলেন, তা তৎক্ষণাৎ ফিরে এল। আর যখন মক্কার কাফেররা হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট চাঁদকে দুই টুকরা করার মুজিযার দাবি করল, তখন মেহর ও মাহ (অর্থাৎ সূর্য ও চাঁদ) এর আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশারা পেয়ে চাঁদ দুই টুকরা হয়ে গেল। অন্য এক স্থানে আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন:

چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج
واہ کیا بات شہا تیری توانائی کی

চান্দ ইশারে কা হিঁলা হুকম কা বাঁধা সূরজ,
ওয়াহ কিয়া বাত শাহা তেরি তওয়ানায়ী কি।

(হিদায়িকে বখশিশ, ১৫৪ পৃ:)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সম্ভবত আশআর-এ-রেযা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে লিখেছেন:

چاند دو ٹکڑے ہوا صدقے گیا جب اشارہ مصطفٰے کا پا گیا
پاکے مرضی سرورِ کونین کی ڈوبا سورج پھر پلٹ کر آگیا

চান্দ দো টুকরো হুয়া সদকে গেয়া,
জব ইশারা মুস্তফা কা পা গেয়া।
পাকে মর্জি সরওয়ারে কওনাইন কি,
ডুবা সূরজ ফির পালট কর আ গেয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০৬ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খুতবায় "اَمَّا بَعْدُ" বলা

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সামুরা বিন জুনদুব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেছেন: আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِه وَسَلَّم সূর্যগ্রহণের সময় খুতবা দিয়েছিলেন এবং তাতে اَمَّا بَعْدُ বলেছিলেন। (নাসায়ী, ২৬০ পৃ:, হাদিস: ১৪৯৮)

চাঁদ ও সূর্যগ্রহণের কারণ

এটি চাঁদ ও সূর্যের ঘূর্ণনের উপর নির্ভরশীল। তাদের অবস্থা অনুযায়ী পৃথিবী ও চাঁদ অন্ধকার এবং এই দুটি সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে। বছরে সাধারণত দুইবার পৃথিবী একই রেখায় সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে এমনভাবে আসে যে, চাঁদ আড়াল হয়ে যায় এবং সূর্যের আলোকে পৃথিবীর কিছু অংশে পৌঁছাতে দেয় না। এর ফলে পৃথিবীর মানুষের কাছে সূর্য আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার দেখা যায়, এটি সূর্যগ্রহণ বলা হয়ে থাকে। একইভাবে

www.dawateislami.net

বছরে সাধারণত দুইবার পৃথিবীর একপাশে সূর্য এবং অন্যপাশে চাঁদ একই রেখায় এমনভাবে আসে যে, পৃথিবী আড়াল হয়ে যায় এবং সূর্যের আলোকে চাঁদে আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে পৌঁছাতে দেয় না। এর ফলে পৃথিবীর মানুষের কাছে চাঁদ আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার দেখা যায়, এটি চন্দ্রগ্রহণ বলে।

সম্পূর্ণ সূর্যগ্রহণ

সম্পূর্ণ সূর্যগ্রহণ তখন হয় যখন পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব এত কম থাকে যে, যখন এটি সূর্যের সামনে আসে তখন সূর্য সম্পূর্ণরূপে চাঁদের পিছনে ঢাকা পড়ে যায়। এতে সূর্য সম্পূর্ণরূপে ঢেকে যাওয়ার কারণে কিছুটা অন্ধকার হয়ে যায় এবং দিনের বেলায় তারা দেখা যেতে শুরু করে। বলা হয় যে, এক স্থানে সর্বোচ্চ সাত মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডের জন্য এমনটা হতে পারে। তবে সাধারণত এর স্থায়িত্বকাল এর চেয়ে অনেক কম হয়।

চন্দ্রগ্রহণ

যখন পৃথিবীর একপাশে চাঁদ এবং অন্যপাশে সূর্য আসে (এটি সাধারণত পূর্ণিমার রাতে অর্থাৎ Full Moon এ হয়), তখন কখনো কখনো পৃথিবীর ছায়া আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে চাঁদের উপর পড়ে এবং চাঁদ অন্ধকার দেখা যেতে শুরু করে। একে চন্দ্রগ্রহণ বলে। চন্দ্রগ্রহণ কখনো আংশিক এবং কখনো সম্পূর্ণ হয়। আংশিকের দুটি প্রকার রয়েছে: প্রথমটি গভীর ছায়া (Umbral), দ্বিতীয়টি হালকা ছায়া (Penumbral)। গভীর ছায়ার চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়, আর হালকা ছায়ার চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায় না। শরয়ী দিক থেকে কেবল গভীর ছায়ার গ্রহণের সময়ই নামায আছে।

www.dawateislami.net

ভুল রীতিনীতি

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে মানুষের বিভিন্ন বিশ্বাস ও ধারণা প্রচলিত আছে। কিছু ধর্ম এটিকে অশুভ মনে করে এবং কিছু ধর্মের কাছে এটি আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির লক্ষণ। কারো বিশ্বাস এই যে, চাঁদ ও সূর্য আগে মানুষ ছিল, তারা ভাঙ্গী ও চামারদের কাছ থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিল এবং তা পরিশোধ করেনি, এই শাস্তিস্বরূপ তাদের গ্রহণ লাগে। ফলস্বরূপ, হিন্দুরা গ্রহণের সময় ভাঙ্গীদেরকে দান করে এবং ভিক্ষুক ভাঙ্গীরাও বলে যে, সূর্য মহারাজ এর ঋণ পরিশোধ করো। (মিরআতুল মানাজীহ, ২/৩৭৯) আর কোথাও গ্রহণ সম্পর্কে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, গ্রহণ তখন লাগে যখন সূর্যকে বিপদাপদ এবং ভয়ংকর প্রাণী গিলে ফেলে। একটি ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, যখনই চাঁদ গ্রহণ লাগত, প্রাচীন চীনের লোকেরা একত্রিত হয়ে পূর্ণ শক্তি দিয়ে চিৎকার করত, তাদের বিশ্বাস ছিল যে, চাঁদকে একটি বিশাল অজগর গিলে খাচ্ছে, আমাদের এই চিৎকার চাঁদকে বাঁচানোর একটি সফল প্রচেষ্টা। চন্দ্রগ্রহণ তার সময় মতো শেষ হয়ে যেত কিন্তু এই লোকেরা এটিকে তাদের সাফল্য মনে করে উদযাপন করত এবং পরের বার আরও বেশি চিৎকার করত। মানুষের একটি ভুল ধারণা এটাও যে, যখন সূর্য বা চাঁদ গ্রহণ লাগে, তখন গর্ভবতী গরু, মহিষ, ছাগল এবং অন্যান্য প্রাণীদের গলা থেকে দড়ি বা শিকল খুলে দেওয়া উচিত যাতে তাদের উপর খারাপ প্রভাব না পড়ে। কিছু এলাকায় গ্রহণের সময় দুর্বল ঈমানের লোকেরা নিজেদেরকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে নেয় যাতে তাদের মতে, তারা গ্রহণের সময় নির্গত ক্ষতিকারক তরঙ্গ থেকে বাঁচতে পারে। কিছু সমাজে যেদিন গ্রহণ লাগে, অধিকাংশ লোক খাবার রান্না করা থেকে

www.dawateislami.net

বিরত থাকে, কারণ তাদের ধারণা যে, গ্রহণের সময় বিপজ্জনক জীবাণু তৈরি হয়। অনেক প্রাচ্যের দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যেখানে কোনো ধ্বংস বা ক্ষতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ চুরি, অপহরণ, হত্যা ও লুণ্ঠন, আত্মহত্যা এবং সহিংসতার ঘটনা বিশেষ করে মহিলাদের মৃত্যু বৃদ্ধি, অরাজকতা এবং অবিচারের ঘটনা অতিরিক্ত হারে ঘটার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। সংক্ষেপে, দুনিয়াতে সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ধারণা পোষণকারী মানুষ বিদ্যমান। গ্রহণ কারো মৃত্যু ও জীবনের কারণে লাগে না। আরব সমাজেও সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ছিল যে, এটি কোনো বড় ঘটনা যেমন কারো মৃত্যু বা জন্ম উপলক্ষে ঘটে। যখন দুনিয়ার মানচিত্রে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত প্রকাশিত হলো, তখন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কুসংস্কারগুলো দূর করেছেন। যেদিন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইন্তিকাল করলেন, সেদিনই সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। কিছু লোক ধারণা করেছিল যে, এটি হযরত ইবরাহীম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শোকে হয়েছে। তখন হুযুর আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদেরকে সূর্যগ্রহণের নামায পড়ানোর পর খুতবা দিতে গিয়ে বললেন: "সূর্য ও চাঁদ আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। এগুলোর গ্রহণ কারো মৃত্যু বা জীবনের কারণে লাগে না। সুতরাং যখন তোমরা এটি দেখবে, তখন আল্লাহ পাককে ডাকো, তাঁর মহিমা বর্ণনা করো, নামায পড়ো এবং সদকা দাও।"

(বুখারী, ১/৩৫৭, ৩৬৩, হাদিস: ১০৪৪, ১০৬০, সংক্ষেপে) (বদশুগুনী, ৭৮ পৃ:, থেকে ৮১)

ইসলাম, গ্রহণ সম্পর্কে কী বলে?

ইসলাম এই অনর্থক (অর্থাৎ বাজে) বিষয়গুলো থেকে আলাদা। ইসলামের মতে, এটি আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন। আল্লাহ পাক যখন চান, চাঁদ-সূর্যকে নূরান্বিত করেন এবং যখন চান, তাদের নূর ছিনিয়ে নেন। (মিরআতুল মানাজীহ, ২/৩৭৯) আল্লাহ পাক এর উপর সক্ষম যে, যখন চান চাঁদের নূর ছিনিয়ে নিতে পারেন, চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে পৃথিবীর আড়াল হওয়া ছাড়াই, যা চন্দ্রগ্রহণের কারণ।

সূর্যগ্রহণ ও গর্ভবতী নারী

পশ্চিমা দেশের এক দুনিয়াবী শিক্ষিত নারী সূর্যগ্রহণের কয়েকদিন আগে খুব পেরেশান ছিলেন, কারণ তার প্রথম সন্তানের জন্ম হতে যাচ্ছিল এবং তার আগে সূর্যগ্রহণের সম্ভাব্য প্রভাবের ভয় তাকে চিন্তিত করে তুলেছিল। তিনি তার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করার জন্য ফোন করলেন যে, গ্রহণের প্রভাব থেকে শিশুকে বাঁচানোর জন্য এর আগে প্রসব সম্ভব কি না? ডাক্তার তাকে শান্তনা দিয়ে বোঝালেন যে, তার পেরেশান হওয়ার দরকার নেই এবং গ্রহণের প্রভাবের বাস্তবতা একটি কুসংস্কার। (বদশুগুনী, ৭৯ পৃ:)

গ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলাদের ঘরের ভিতরে থাকতে এবং শাকসবজি ইত্যাদি না কাটতে নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে তাদের সন্তান কোনো জন্মগত ত্রুটি ছাড়া জন্মগ্রহণ করে। গ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলাদের সেলাই-কাঁথা কাজ করতেও নিষেধ করা হয় কারণ ধারণা করা হয় যে, এতে শিশুর শরীরে ভুল প্রভাব পড়তে পারে। আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাতকে করা একটি প্রশ্নের আলোকে জেনে নিই যে, সত্যিই কি সূর্যগ্রহণের প্রভাব গর্ভবতী নারীর উপর কিছু পড়বে নাকি পড়বে না।

(বদশুগুনী, ৭৯ পৃ:)

প্রশ্ন: গর্ভবতী নারী বা তার সন্তানের উপর সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের কোনো প্রভাব কি পড়বে?

উত্তর: এই কথাটি প্রচলিত আছে যে, যদি কোনো নারী চন্দ্রগ্রহণের সময় কাঁচি চালায়, তাহলে সন্তানের ঠোঁট কেটে যাবে বা অমুক ঘটনা ঘটবে ইত্যাদি। মনে রাখবেন! এ ধরনের যে কোনো বিষয় শরীয়ত সমর্থন করে না। তবে কখনো এমনও হয় যে, কারো ঘরে ঘটনাক্রমে ঠোঁট কাটা শিশু জন্ম নেয়, তখন তারা বলে যে, তার মা চন্দ্রগ্রহণের সময় কাঁচি চালিয়েছিল, যদিও এর কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই।

(মলফুজাত আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৪০)

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় কী করা উচিত?

কুরআন ও হাদিসের আলোকে জানা গেল যে, সূর্যগ্রহণ হোক বা চন্দ্রগ্রহণ হোক, এই সুযোগগুলো উপভোগ করার বা উৎসব করার নয়। কিছু লোক সূর্যগ্রহণের (বিশেষ চশমার মাধ্যমে) দৃশ্য দেখার জন্য একত্রিত হয়। ডাক্তাররা বলেন যে, গ্রহণের সময় সরাসরি সূর্যের দিকে তাকালে চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যেতে পারে। আমাদের উচিত এমন সুযোগকে গুনাহ ও গাফিলতি (উদাসীনতা) তে কাটানোর পরিবর্তে ছুটে গিয়ে আল্লাহ পাককে স্মরণ করা, গুনাহ থেকে সত্যিকারের তাওবা করে সুন্নাতের পথে চলার দৃঢ় সংকল্প করা। কিয়ামতের জন্য শিং ফুঁকানোর সেই সময়কে স্মরণ করা যখন চাঁদ, সূর্য এবং তারকারাজি আলোহীন হয়ে যাবে। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের নামায আদায় করা। সূর্যগ্রহণের নামাযকে "নামাযে কুসুফ" এবং চন্দ্রগ্রহণের নামাযকে "নামাযে খুসুফ" বলা হয়। কুসুফের অর্থ হলো অবস্থার পরিবর্তন হওয়া এবং খাসাফের অর্থ হলো: ডুবে যাওয়া। পরিভাষায়

চন্দ্রগ্রহণকে খুসুফ এবং সূর্যগ্রহণকে কুসুফ বলে কারণ এই সময় চাঁদ, সূর্য ডুবে গেছে বলে মনে হয়। (মিরআতুল মানাজীহ, ২/৩৭৯) ফিকাহবিদগণ সূর্যগ্রহণকে কুসুফ এবং চন্দ্রগ্রহণকে খুসুফ বলেন, তবে একটির পরিবর্তে অন্যটির ব্যবহারও হাদিসে পাকে এসেছে। (নুযহাতুল কারী, ২/৬২৩)

দোয়া ও ইস্তিগফার করুন!

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে তাশরীফ আনলেন এবং অনেক দীর্ঘ কিয়াম, রুকু ও সিজদার সাথে নামায পড়লেন যে, আমি তাঁকে এমন করতে কখনো দেখিনি। এবং তিনি বললেন: আল্লাহ পাক কারো মৃত্যু ও জীবনের কারণে তাঁর এই নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন না, বরং এগুলোর দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান। সুতরাং যখন তোমরা এরকম কিছু দেখবে, তখন যিকির, দোয়া ও ইস্তিগফারের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। (বুখারী, ১/৩৬৩, হাদিস: ১০৫৯) আরেকটি হাদিসে পাকে রয়েছে যে, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সামুরা বিন জুনদুব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: হুযুর (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) গ্রহণের নামায পড়িয়েছেন। (ইবনে মাজাহ, ২/৯৩, হাদিস: ১২৬৪)

একের অধিকবার গ্রহণের নামায পড়িয়েছেন

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদিনায়ে পাকে একের অধিকবার গ্রহণের নামায পড়িয়েছেন, যেমন বিভিন্ন বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়। এছাড়াও একবার মক্কায়ে পাকে যমযম শরীফের ছাউনির নিচেও গ্রহণের নামায আদায় করেছেন। (নুযহাতুল কারী, ২/৬৩১)

হযরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জীবনে মদিনায় তীরন্দাজি করছিলাম, তখন সূর্যগ্রহণ হয়ে গেল। আমি তীরগুলো ফেলে দিলাম এবং ভাবলাম, রবের কসম! আমি দেখব যে, সূর্যগ্রহণে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে কী ঘটনা ঘটল। আমি সেখানে এলাম তো তিনি নামাযে হাত তুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর এবং হামদ বলছিলেন, দোয়া করছিলেন যতক্ষণ না সূর্য থেকে গ্রহণ খুলে গেল। যখন গ্রহণ খুলে গেল, তখন তিনি দুটি সূরা পড়লেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলেন।[১]

(মুসলিম, ৩৫৪ পৃ:, হাদিস: ২১১৩)

হাদিসের ব্যাখ্যা: হাদিসে পাকের এই অংশের "আমি দেখব যে, সূর্যগ্রহণে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে কী ঘটনা ঘটল" এর ব্যাখ্যায় মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: অর্থাৎ হুযুর পুরনূর (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) তখন কী করছিলেন যাতে আমি নিজেও সেই আমল করতে পারি এবং লোকদেরকে জানাতে পারি। সারসংক্ষেপ এটা যে, হুযুর পুরনূর (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) গ্রহণের নামাযে দীর্ঘক্ষণ তাসবীহ ও তাহলীল ইত্যাদি করলেন, তারপর সূরা ফাতিহা ইত্যাদি পড়বে রুকু-সিজদা ইত্যাদি করে সালাম ফিরালেন। **(মিরআতুল মানাজীহ, ২/৩৮৫)**

احکامِ شَرع پر مجھے دے دے عمل کا شوق　　پیکر خلوص کا بنا یاربِّ مصطفٰے

---

১. হযরত আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সালাত আদায় করতে দেখেন। তিনি প্রথম রাকাত গ্রহণ অবস্থায় আদায় করেন এবং দ্বিতীয় রাকাত গ্রহণ খুলার সময় আদায় করেছেন।

(শরহে মুসলিম লিন নববী, খন্ড: ৬, ৩/২১৭)

আহকামে শরআ পর মুঝে দে দেয় আমল কা শওক,
পয়করে খুলুস কা বানা ইয়া রাব্বি মুস্তফা!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩১ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বেশি বেশি নেকী করার সময়

মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর শাহজাদী, সকল মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللہُ عَنْھَا এর বোন হযরত বিবি আসমা رَضِیَ اللہُ عَنْھَا বলেন: হুযুর (صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী, ১/৩৬২, হাদিস: ১০৫৪) যে, এই সময় গোলাম আযাদ করা হোক, কারণ গোলাম আযাদ করা এবং সকল প্রকার দান-সদকা দ্বারা আযাব দূরীভূত হয়। (মিরআতুল মানাজীহ, ২/৩৮৬)

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা মুস্তাহাব এবং এর কারণ হলো মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করা। (উমদাতুল কারী, ৫/৩৩০)

ইমাম ইবনে বাত্তাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক বান্দাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে ভয় দেখান যাতে তারা নেক আমল করে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করতে পারে, যেমন এই উপলক্ষে নামায, গোলাম আযাদ করা এবং সদকা ও খয়রাত করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। (শরহে ইবনে বাত্তাল, ৩/৪৬)

تو ڈر اپنا عنایت کر، رہیں اِس ڈر سے آنکھیں تر
مٹا خوفِ جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولیٰ

তু ডর আপনা ইনায়াত কর, রহেঁ ইস ডর সে আঁখেঁ তর,
মিটা খওফে জাহাঁ দিল সে, মিটা দুনিয়া কা গম মওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৮ পৃঃ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাসায়িলে ফিকহিয়্যা

(বাহারে শরীয়তের চতুর্থ অংশ থেকে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কিত কিছু ধর্মীয় মাসয়ালা)

(১) সূর্যগ্রহণের নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং চন্দ্রগ্রহণের নামায মুস্তাহাব। সূর্যগ্রহণের নামায জামাআত সহকারে পড়া মুস্তাহাব এবং একাকীও পড়া যেতে পারে। যদি জামাআত সহকারে পড়া হয়, তবে খুতবা ব্যতীত জুমার সকল শর্ত এর জন্য শর্ত। সেই ব্যক্তিই এর জামাআত কায়িম করতে পারে যে জুমা কায়িম করতে পারে। সে না থাকলে একাকী পড়বে, ঘরে বা মসজিদে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮৭, অংশ: ৪)

(২) গ্রহণের নামায তখনই পড়বে যখন সূর্যগ্রহণ হবে, গ্রহণ শেষ হওয়ার পর নয়। গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে কিন্তু এখনো বাকি আছে, তখনও শুরু করতে পারবে এবং গ্রহণের অবস্থায় যদি মেঘে ঢেকে যায়, তখনও নামায পড়বে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮৭, অংশ: ৪)

(৩) এমন সময় গ্রহণ লাগল যখন নামায পড়া নিষিদ্ধ, তাহলে নামায পড়বে না, বরং দোয়ায় মশগুল থাকবে। এবং এই অবস্থায় যদি ডুবে যায়, তাহলে দোয়া শেষ করে মাগরিবের নামায পড়বে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮৭, অংশ: ৪)

আমার আকা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি সূর্যগ্রহণ আসরের পর বা নিসফুন নাহার (মধ্যাহ্ন) এর সময় লাগে, তবে লোকেরা দোয়া করবে এবং নামায পড়বে না, অর্থাৎ এই কারণে

যে, এই দুটি (২) সময়ে নফল নামায পড়া মাকরূহ।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/১২৯)

(৪) এই নামায অন্যান্য নফল নামাযের মতো দুই রাকাত পড়বে, অর্থাৎ প্রত্যেক রাকাতে একটি রুকু এবং দুটি সিজদা করবে। এতে আযান নেই, ইকামত নেই, উঁচু আওয়াজে কিরাত নেই এবং নামাযের পর দোয়া করবে যতক্ষণ না সূর্য খুলে যায়। এবং দুই রাকাতের বেশিও পড়তে পারবে, চাই দুই দুই রাকাতে সালাম ফেরাও বা চার রাকাতে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮৮, অংশ: ৪)

(৫) যদি লোকেরা একত্রিত না হয়, তবে এই শব্দগুলো اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ বলে ডাকবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮৮, অংশ: ৪)

(৬) উত্তম হলো ঈদগাহ বা জামে মসজিদে এর জামাআত কায়িম করা। এবং যদি অন্য কোথাও কায়িম করা হয়, তখনও কোনো ক্ষতি নেই।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮৮, অংশ: ৪)

(৭) যদি স্মরণ থাকে, তাহলে সূরা বাকারা ও আলে ইমরানের মতো বড় বড় সূরা পড়বে এবং রুকু ও সিজদায়ও দীর্ঘায়িত করবে (অর্থাৎ লম্বা করবে)। এবং নামাযের পর দোয়াতে মশগুল থাকবে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ সূর্য খুলে যায়। এবং এটিও জায়িয যে, নামাযে তাখফিফ করবে (অর্থাৎ সাধারণ নিয়মানুযায়ী পড়বে, লম্বা করবে না) এবং দোয়ায় দীর্ঘায়িত করবে (অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দোয়া করবে), চাই ইমাম কিবলামুখী হয়ে দোয়া করুক বা মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকুক, এবং এটি উত্তম। এবং সকল মুক্তাদী আমীন বলবে। যদি দোয়ার সময় লাঠি বা ধনুকের উপর ভর করে দাঁড়ানো হয়, তবে এটিও ভালো। দোয়ার জন্য মিম্বরে যাবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮৮, অংশ: ৪)

www.dawateislami.net

﴾৮﴿ সূর্যগ্রহণ ও জানাযার একত্রিকরণ হলে, প্রথমে জানাযার নামায পড়বে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮৮, অংশ: ৪)

﴾৯﴿ চন্দ্রগ্রহণের নামাযে জামাআত নেই। ইমাম উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, যাই হোক না কেন, একাকী পড়বে। ইমাম ছাড়া দুই তিন জনও জামাআত করতে পারে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮৮, অংশ: ৪)

আমীরে আহলে সুন্নাত সূর্যগ্রহণের জামআত করিয়েছেন

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর খেদমতে মাদানী মুযাকারার সময় কয়েকবার সূর্যগ্রহণ লাগার আলোচনা হয়েছিল। একবার তিনি বলেছিলেন: মাদানী মারকায ফয়যানে মদিনায় জামআত কায়েম করা হোক, আশপাশের ইসলামী ভাইয়েরা এসে যাবে এবং ছাত্র ভাইয়েরা ও শিক্ষকগণের বেশ ভালো সংখ্যকও আমাদের কাছে আছে, সুতরাং জামআত হয়ে যাবে। অনেক পুরনো কথা, আমার মনে পড়ে যে, যে দিনগুলোতে আমি "নূর মসজিদ"-এ ইমামত করতাম, সেই দিনগুলোতে আমি সূর্যগ্রহণের নামাযের জামআত কায়েম করেছিলাম। অন্যান্য মসজিদে এমন শুনিনি এবং এর প্রচলনও নেই। মসজিদ কমিটিগুলো এবং যে ইমাম সাহেবরা আমাকে শুনছেন, তারা সূর্যগ্রহণের নামাযের জামআতের ব্যবস্থা করুন। এমনটি জরুরি নয় যে, ১০০০ লোক হলে তবেই জামআত হবে, নইলে হবে না। ১০ বা ২০ জন হলেও জামআত করবেন, কবুলিয়্যতের ভিত্তি অল্প বা বেশির উপর নয়, বরং ইখলাসের উপর। এই জন্য মেহেরবানি করে জামআত করান কারণ জামআত উত্তম। চাইলে ওলামায়ে কিরামের সাথে পরামর্শও করতে পারেন। এর জামআতের জন্য আপনাকে সময়ের ঘোষণা করতে হবে। জামআতের আগে সূর্যগ্রহণের মাসায়িল ও

রেওয়ায়েত বর্ণনা করুন, এই সময়ে লোকেরা একত্রিত হয়ে যাবে, তারপর আপনি নামায পড়ান এবং আল্লাহ পাকের দরবারে মিনতি করে দোয়া করুন। এতে কেবল কল্যাণই হবে, কারণ এটি নেকী ও ইবাদতের কাজ। পাকিস্তানের বাইরের লোকেরাও নিজ নিজ দেশে সেখানকার সময় অনুযায়ী ব্যবস্থা করে মসজিদগুলোতে অবশ্যই সূর্যগ্রহণের জামআত কায়েম করবেন এবং যখনই এমন জানা যাবে, প্রতিবারই এমনটি করবেন। আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! ১৪৪৫ হিজরীর ১৮ই সফর শরীফ তারিখে এই রিসালার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ পাক এটিকে তাঁর দরবারে কবুল করে চিরস্থায়ী সন্তুষ্টির মাধ্যম বানিয়ে দিক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সূচীপত্র

দোয়ায়ে আত্তার: ১
প্রিয় নবীর দরবারে প্রতিদিন উপস্থিত হয়ে সালাম আরয করতেন ১
নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহিরী জীবনে সূর্যগ্রহণ ২
স্বামীর অকৃতজ্ঞতা ৩
এই গ্রহণ কবে হয়েছিল? ৪
সুলতানে দো'আলমের হুকুমত ৪
হাজীদের কষ্টদানকারী ৫
পুরো জগত তোমার জন্য আর তুমি আল্লাহর জন্য ৬
আযাবের আলামত সতর্কবাণী.. ৯
সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য ১০
সূর্য, চাঁদ এবং তারকারাজি...১০
আদেশ পালনে বাধ্য ১১
চাঁদ ও সূর্য সাঁতার কাটছে..১২
সূর্য খাদেম আর চাঁদ গোলাম ১২
খুতবায় "اَمَّا بَعْدُ" বলা..১৪
চাঁদ ও সূর্যগ্রহণের কারণ..১৪
সম্পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ১৫
চন্দ্রগ্রহণ ১৫
ভুল রীতিনীতি...১৬
ইসলাম, গ্রহণ সম্পর্কে কী বলে?...১৮
সূর্যগ্রহণ ও গর্ভবতী নারী...১৮
সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় কী করা উচিত? ১৯
দোয়া ও ইস্তিগফার করুন!..২০
একের অধিকবার গ্রহণের নামায পড়িয়েছেন ২০
বেশি বেশি নেকী করার সময় ২২
মাসায়িলে ফিকহিয়্যা ২৩
আমীরে আহলে সুন্নাত সূর্যগ্রহণের জামআত করিয়েছেন............................... ২৫

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

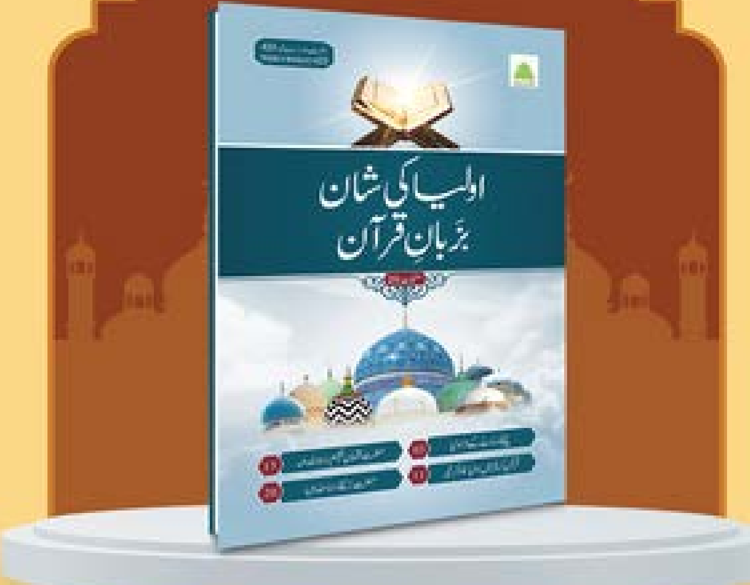

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net